আকাশবাণী শিলচর

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

07 NOVEMBER 2025 **7:45—7:55 PM**

---

১) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আজ নতুন দিল্লীতে বন্দে মাতরম সঙ্গীতের দেড়শ বছর পুর্তী উপলক্ষে বছরব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ ।

২) আসাম তথা বরাক উপত্যকাতেও আজ বন্দেমাতরম সঙ্গীতের দেড়শ বছর পূর্তী উদযাপন ।

৩) কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের আজ জাগীরোডের সেমিকন্ডাক্টার প্রকল্প পরিদর্শন । আগামীকাল গহপুরে শহীদ কনকলতা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস ।

এবং

৪) বিচারপতি কৌশিক গোস্বামীর আজ গৌহাটি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লীতে বন্দে মাতরম সঙ্গীতের দেড়শ বছর পুর্তী উপলক্ষে বছরব্যাপী বিশেষ স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন । এই উপলক্ষে তিনি একটি ডাক টিকিট এবং মুদ্রারও সূচনা করেন । শ্রী মোদী জনসাধারণ যাতে এই সঙ্গীত পরিবেশন করে আপ-লোড করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে Vandamataram150.in শীর্ষক এইটি পোর্টালের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন । জনসাধারণ এই পোর্টালে বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশন করে আপলোড করার পর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন ।

এই উপলক্ষে আজ নতুন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে বন্দে মাতরম হচ্ছে একটি মন্ত্র , একটি শক্তি , একটি স্বপ্ন তথা একটি সংকল্প । তিনি এই সঙ্গীতের প্রসংশা করে বলেন যে

এই সঙ্গীত ভারত মাতার প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয় , বর্তমানকে আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে তুলে এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন শক্তির সঞ্চার করে । তিনি সমবেত কণ্ঠে এই সঙ্গীত পরিবেশন করার প্রশংসা করে হৃদয়স্পর্শী এই অভিজ্ঞতাকে ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন । তিনি বলেন যে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সঙ্গীতের মাধ্যমে একটি স্বাধীন , একত্রিত এবং সমৃদ্ধিশালী

০৭ - ১১ - ২০২৫
৭টা - ৪৫ মিনিট ।

ভারতের আহ্বান করেছিলেন ।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী বলেন যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থকে শুধুমাত্র একটি উপন্যাস নয় এটি একটি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন বলে উল্লেখ করেছিলেন । এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি শব্দই গভীর অর্থ বহণ করে । প্রধানমন্ত্রী বন্দে মাতরম সঙ্গীতটি প্রত্যাক যুগেই প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করেন ।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮শো ৭৫ সালের ৭ নভেম্বর আক্ষয় নবমীর দিন বন্দে মাতরম সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন । এই সঙ্গীত সর্বপ্রথম তার উপন্যাস আনন্দমঠের অংশ হিসেবে বঙ্গদর্শন নামের সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু বন্দে মাতরম সঙ্গীতের দেড়শ বছর পুর্তী উপলক্ষে এই সঙ্গীতটি স্মরণ করেছেন । সামাজিক মাধ্যমের এক বার্তায় শ্রীমতি মুর্মু বলেছেন যে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৯শো ৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই সঙ্গীত ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রমের ভাবনা অধিক প্রবল করে তুলেছিল । তখন থেকেই এই সঙ্গীত দেশবাসীকে আবেগিক ভাবে একতার সুরে বেঁধে রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও বেঁধে রাখবে বলে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন ।

বন্দে মাতরম সংগীতের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে আজ গৌহাটির জনতা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মূখ্যমন্ত্রী ড: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সমবেত সংগীত পরিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন । অনুষ্ঠানে ভাষন প্রসংগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এই সংগীতের দেড়শ বছর উদযাপনের দিনটি খুবই গৌরবের এবং কৃতজ্ঞতার দিন ।

মুখ্যমন্ত্রী ড: শর্মা বলেন যে ১৮৯৬ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এই সংগীতটি গেয়েছিলেন সেদিন ই উপস্থিত সকলের হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভরে উঠেছিল ।মুখ্যমন্ত্রী বলেন আজকের এই দিনটি শুধু অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের জন্য নয় তিনি আসামকে একটি শক্তিশালী , স্বাবলম্বী ও প্রগতিশীল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুনরায় এক সংকল্পবদ্ধ হোয়ার দিন ।

প্রধানমন্ত্রী শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতার আহ্বান জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করে ড: শর্মা বলেন যে প্রায় ৫ হাজার মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করার জন্য আজ রাজ্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে । ৫ গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে পারলে আসাম শক্তির ক্ষেত্রে স্বদেশী হতে সক্ষম হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন । তিনি বলেন যে এছাড়া আসাম কৃষি , উদ্যান শস্য , সুক্ষ ও ক্ষুদ্র শিল্পে আত্মনির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে ও দ্রুতভাবে অগ্রসর হচ্ছে ।আজকের এই অনুষ্ঠানে সাধারণ প্রশাসন বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস , জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়া , পরিবহন মন্ত্রী চরণ বড়ো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

বরাক উপত্যকার তিন জেলায়ও আজ বন্দে মাতরম সঙ্গীতের দেড়শ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়। বন্দে মাতরম সংগীতের দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে কাছাড় জেলার সব বিদ্যালয় , সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আজ সমেবেতভাবে এই সংগীত পরিবেশিত হয় । কাছাড় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মূল অনুষ্ঠান আয়ুক্তের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয় । সকাল ১০টায় অনুষ্ঠানে সকলে সমবেত কণ্ঠে গানটি পরিবেশন করেন । ।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরাক উপত্যকা উন্নয়ন মন্ত্রী কৌশিক রাই । এছাড়া বিধায়ক নিহাররঞ্জন দাস , জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । কৌশিক রাই অনুষ্ঠানে তার ভাষনে বলেন বন্দে মাতরম শুধু একটি গান নয় এটি সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মার হৃদস্পন্দন । মন্ত্রী এই গানের ঐতিহাসিক যাত্রাপথের প্রসংগে বলেন যে বন্দে মাতরমের পথচলা ভারতীয় গনতন্ত্রের বিকাশে সাক্ষী যেখানে মতের ভিন্নতা থাকলে ও অনুভুতির ঐক্য অটুট ।

শ্রী ভূমি জেলায়ও আজ বন্দে মাতরম সংগীতটি সমবেতভাবে পরিবেশন করে উদযাপন করা হয় । এ উপলক্ষে জেলা আয়ুক্তের সভাকক্ষে আজ মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া

জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী , অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত আনিস রসুল মজুমদার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তি ও বিভাগীয় আধিকারিকও কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বন্দে মাতরন সংগীতের দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন । আজ জেলার প্রতিটি কার্যালয় , শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , গ্রাম পঞ্চায়েত , সংস্থা ও সংগঠন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বন্দে মাতরম সংগীতটি সমবেতভাবে পরিবেশিত হয় ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করে দেখানো হয় ।

হাইলাকান্দি জেলার সব সরকারী কার্য্যলয়ে আজ সকাল ১০টায় সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে । জেলা আয়ুক্তের কার্য্যলয়ের সম্মেলন কক্ষে বন্দেমাতরম পরিবেশিত হয় । পরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সাংসদ কৃপানাথ মালা বলেন যে বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদবুদ্ধ করেছিল । এছাড়া জেলা আয়ুক্ত অভিষেক জৈন , অতিরিক্ত আয়ুক্ত ত্রিদিপ রায় প্রমূখ বক্তব্য রাখেন ।

শিলচর রাধামাধব কলেজের উদ্যোগেও আজ বন্দেমাতরম সঙ্গীতের দেড়শো বছর পূর্তিতে সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে । কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা , কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশন করেন ।

এদিকে উধারবন্দের জগন্নাথ সিং কলেজেও আজ সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে ।

আকাশবাণী শিলচর কেন্দ্রেও আজ সমবেতভাবে বন্দে মাতরম সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

উত্তর-কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের উদ্যোগেও আজ হাফলং-এ সমবেত কণ্ঠে বন্দে মাতরম সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে । পরে মূখ্য কার্য্যবাহী সদস্য দেবলাল গারলোসার পৌরহিত্যে আয়োজিত বন্দে মাতরমের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

দুদিনের সফরসূচি নিয়ে আসামে আসা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ আজ জাগীরোডের সেমিকন্ডাক্টার প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন । আসামের শিল্পক্ষেত্রকে নতুন

রূপ দানের মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চলের নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম এই প্রকল্পটি স্থাপন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন । শ্রীমতি সীতারমণ আসাম এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থানীয় শিল্প উদ্যোগী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন । জাগীরোডের সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প পরিদর্শন করার সময় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান যে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে এই প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে । এই প্রকল্পটি রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

এর আগে বরঝার বিমান বন্দরে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওয়গ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে স্বাগত জানান । শ্রীমতী সীতারমণ আজ সন্ধ্যায় গৌহাটি উজান বাজারে ব্রম্মপুত্র রিভার ফ্রন্টের সতী রাধিকা উদ্যান এবং পান বাজারের গেটওয়ে আব গৌহাটির অত্যাধুনিক ফেরী টার্মিনালের উদ্বোধন করেন ।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আগামীকাল গহপুরে শহীদ কনকলতা বরুয়া রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করবেন ।

বিচারপতি কৌশিক গোস্বামী আজ গৌহাটি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন । হাইকোর্টের নতুন ভবণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিচারপতি গোস্বামীকে গৌহাটি হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি আশুতোষ কুমার কার্যভার গ্রহণের গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান । শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি , বার সংস্থার সভাপতি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন ।

শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে লৌহ মানব সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্ম জয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আগামীকাল শ্রীভূমি জেলায়ও একতা পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে । এউপলক্ষ্যে আগামীকাল সকাল ৮টায় জেলা পর্য্যায়ের একতা পদযাত্রা নীলমণি রোডের সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে করিমগঞ্জ কলেজের খেলার মাঠে এসে শেষ হবে । জেলা প্রশাসন থেকে এই পদযাত্রায় সর্বস্তরের জনগনকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে ।